Bangladesh Shishu Adhikar Forum
Child Rights Network of NGOs

House # 42/43 (Level-2), Road # 2
Janata Cooperative Housing Society
Ring Road, Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: 88-02-8110857, Fax: 88-02-9110017
E-mail:info@bsafchild.net; bsaf@bdcom.net
Web: www.bsafchild.net

০৪ অক্টোবর ২০১৫

গাইবান্ধায় সাংসদ সদস্যের গুলিতে শিশু আহতের প্রতিবাদ

গত শুক্রবার ২ অক্টোবর ২০১৫ গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে আওয়ামী লীগের সাংসদ মনজুরুল ইসলাম ওরফে লিটনের ছোড়া গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছে সাহাদাত হোসেন সৌরভ (৮)। শুক্রবার ভোর পৌনে ৬টার দিকে সুন্দরগঞ্জ-বামনডাঙা সড়কের ব্রাক মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, সকালে চাচার সাথে হাটতে বের হয়েছিল ৮ বছরের শিশু সাহাদাত। কিন্তু সাংসদের গুলিতে রক্তাক্ত হয়ে তাকে যেতে হয়েছে হাসপাতালে। তার দুই পায়ে ৩টি গুলি লেগেছে। গুলিবিদ্ধ শিশুটি কে হাসপাতালে নেয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্স ও আটকে দিয়েছিল সাংসদের সমর্থকেরা। পরে পুলিসের সহায়তায় শিশুটি কে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু সার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হয়।

এর আগে গত ২৩ জুলাই ২০১৫ মায়ের পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাগুরা সদর হাসপাতালে জরুরি অস্ত্রোপচারে শিশু সুরাইয়ার জন্ম হয় এবং ১৭ অগাস্ট ২০১৫ কুমিল্লা শহরের শুভপুর এলাকায় মাদক ব্যবসায়ী দের বন্ধুক যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল তানভীর হাসান ওরফে হৃদয় নামের পাঁচ বছরের আর একটি শিশু।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এই বর্বর ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে এসব ঘটনা ঘটতে থাকায় এবং এসব ঘটনার নৃশংসতায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের নিকট থেকে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করি। একজন সাংসদ সদস্যের এলোপাথাড়ি ফাঁকা গুলি করে শিশু বা কোন নিরীহ মানুষ গুলিবিদ্ধ করা কোন ভাবেই কাম্য নয়। আমরা এ ঘটনায় জড়িত সাংসদ মনজুরুল ইসলাম ওরফে লিটন কে দ্রুত গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং অভিযুক্ত যাতে সহসাই আইনের ফাঁক গলিয়ে পার না পায় সে ব্যপারে পুলিশসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে অনুরোধ করছি।

আমরা আবারো স্মরণ করে দিতে চাই যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিশু আইন ২০১৩ শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের উপর জোর দিয়েছে। আমরা আশা করবো সরকার অতি দ্রুত এসব ঘটনার প্রকৃতি ও পুনরাবৃত্তিকে বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে পর্যালোচনা করবে। প্রয়োজনে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সিসমূহকে সে অনুযায়ী নির্দেশনা দেবে। পাশাপাশি শিশুদের অধিকার রক্ষায় সাধারণ জনগণকে আরো সচেতন, সংবেদনশীল ও উদ্যোগী করে তোলাও অত্যন্ত আবশ্যক বলে আমরা মনে করছি। প্রতিটি শিশু যেন নিরাপদে তার শৈশব কাটাতে পারে সে পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রশাসন ও সর্বস্তরের জনসাধারণের সচেতন ও অধীকতর দায়িত্বশীল আচরণ এখন সময়ের দাবী।

গভীর আন্তরিকতায়,

মো. এমরানুল হক চৌধুরী
চেয়ারপারসান, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম

আবদুছ সহিদ মাহমুদ
পরিচালক,বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম